কাশ্মীরি শহিদদের শ্রদ্ধায় বাধা

ফের গৃহবন্দি ওমর-মেহবুবা

আজকালের প্রতিবেদন

ফের গৃহবন্দি জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি এবং ওমর আবদুল্লা। ১৯৩১ সালের শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে না দেওয়ার জন্যই প্রশাসন তাঁদের গৃহবন্দি করেছে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি-সহ জম্মু-কাশ্মীরের একাধিক নেতা। বাড়ির দরজায় তালা-ঝোলানো ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মেহবুবা মুফতি। খবর একটি সর্বভারতীয় পোর্টাল সূত্রের।

১৯৩১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন একদল কাশ্মীরি। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর ১৩ জুলাই শহিদ দিবস পালন করা হয়। শনিবার শ্রীনগরের মাজার-এ-শুহাদায় শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। গৃহবন্দি হওয়ায় সেখানে যেতে না পেরে প্রশাসনকে দুরমুশ করে মেহবুবা এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আমার বাড়ির দরজায় আবার তালা। মাজার-এ-শুহাদায় যেতে না দেওয়ার জন্য। জায়গাটি কর্তৃত্ববাদ, দমনপীড়ন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের প্রতিরোধের প্রতীক। শহিদদের বলিদান প্রমাণ করে, কাশ্মীরিদের আটকানো যাবে না। আজ প্রতিবাদী শহিদদের স্মরণ করাও অপরাধ বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করে আমাদের শক্তিহীন করেছে ওরা। আমাদের সকলের স্মৃতি মুছে দিতে চাইছে। এই ধরনের হামলা আমাদের অধিকার, মর্যাদার লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।' প্রশাসনকে বিঁধে এনসি নেতা ওমর আবদুল্লা লিখেছেন, 'আরও একটা ১৩ জুলাই, শহিদ দিবস। আরেক দফা দরজা বন্ধ। জম্মু-কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে পারছেন না, পুলিশ আটকাচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীর বাদে দেশের সর্বত্র এঁদের আত্মত্যাগ স্মরণ করা হচ্ছে। এবারই শেষ। আগামী বছর সম্মানের সঙ্গে দিনটি আমরা পালন করব।'

শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সেলে রাজ্য সম্মেলনে রয়েছেন মলয় ঘটক, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বিমান ব্যানার্জি, অশোক দেব। ছবি: আজকাল

কুকিরাও এনআরসি চাইছে, খুশি বীরেন

আজকালের প্রতিবেদন

মণিপুরে এনআরসি বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জি চালুর দাবিকে সমর্থন জানাল কুকিরা। তাঁদের এই দাবিতে খুশি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। অন্য সব বিষয়ে কুকি ও মেইতেইদের মধ্যে গত প্রায় দেড় বছর ধরে বিবাদ চললেও এনআরসি ইস্যুতে উভয় পক্ষই সহমতে পৌঁছেছে। তবে রাজ্যের পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। শুক্রবার কাংপোকপি জেলার বিভিন্ন আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করেন মণিপুর রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি (অবঃ) ইউ বি সাহা। তিনি সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করেন শান্তি না এলে কারও মঙ্গল হবে না। অশান্তির আগুনে পুড়তে হবে সকলকেই। তাই সকলকে শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার ডাক দেন তিনি।

তবে মণিপুরে এখনও বিভাজন রেখা স্পষ্ট। ইন্ডিজেনাস ট্রাইবাল লিডার্স ফোরামের তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে, কুকি-জিও সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কুকি ছাত্র সংস্থার অভিযোগ, কুকিদের চাকরি ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারি নিয়োগে কুকিদেরও সুবিধা দিতে হবে বলে তাঁরা রাজ্যপালকে স্মারকপত্র দিয়েছেন। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের কাছে তাঁদের দাবি, অবিলম্বে শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারি পদক্ষেপের বিষয়ে সকলকে অবগত করতে হবে। শান্তি আলোচনায় স্বচ্ছতারও দাবি তোলেন তাঁরা।

Government of West Bengal
Lumbini Park Mental Hospital,
115, Dr. G.S. Bose Road, Kol-39
Recruitment of three (03) clinical Psychologist and three (03) Psychiatric Social Worker under NMHP on Contractual basis, for details, visit www.wbhealth.gov.in
Sd/-
Superintendent
Lumbini Park Mental Hospital
ICA-N325(3)/2024

রাষ্ট্রীয় औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता
औषधीय विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
National Institute of Pharmaceutical Education and Research Kolkata
Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt. of India
Chunilal Bhawan, 168, Maniktala Main Road, Kolkata-700054, West Bengal.
Website: www.niperkolkata.edu.in,
Email: info.office@niperkolkata.edu.in, Tel: 033-23200086
12তম সমাবর্তনের বিজ্ঞপ্তি
ইনস্টিটিউট আগামী 31শে জুলাই 2024, 12তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছে। 2023-24 শিক্ষাবর্ষে যেসমস্ত বিদ্যার্থী ডিগ্রী (M.S./M.Tech/Ph.D) সম্পূর্ণ করেছে তাদের সকলকে এই লিংকের https://forms.gle/tPFsAG7hdAHUEPNn7 মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করার জন্য জানানো হচ্ছে। নাম নথিভুক্তকরণের শেষ তারিখ 22.07.2024.
রেজিস্ট্রার ইনচার্জ

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল
কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
সিপি নং ২০২৪ এর ৯৩
যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
সিএ (সিএএ) নং ৩২/কেবি/২০২৪
পিটিশনের নোটিস
সম্পর্কিত বিষয়: কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ২৩০ থেকে ২৩২,
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়:
কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস, ২০১৬
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়:
১. ইজিআই লেদার এক্সপোর্টস লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ১৪২বি, বিনোবা ভাবে রোড, কলকাতা-৭০০০৩৮, পশ্চিমবঙ্গ, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
২. জাঙ্গপানা টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ৯০/৩১ ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৩৮, পশ্চিমবঙ্গ, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
৩. রীতিকা এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ৪এ, ফ্ল্যাট নং ৬০১, অশোকা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
৪. ভেদিকা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ৪এ, ফ্ল্যাট নং ৬০২, অশোকা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
১. ইজিআই লেদার এক্সপোর্টস লিমিটেড
২. জাঙ্গপানা টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
৩. রীতিকা এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড
৪. ভেদিকা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড
.... পিটিশনারগণ
ইজিআই লেদার এক্সপোর্টস লিমিটেড (পিটিশনার নং ১), জাঙ্গপানা টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড, রীতিকা এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ভেদিকা প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর সংযুক্তিকরণের জন্য কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস, ২০১৬ এর রুল ১৫ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ২৩২(৩) ধারাধীনে পিটিশনার কোম্পানিগুলির তরফে একটি পিটিশন ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে পেশ করা হয়েছিল এবং উক্ত পিটিশনটি মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি) এর কলকাতা বেঞ্চে ২৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত পিটিশন সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর অথবা তাঁর অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর সমেত ইচ্ছা বিবৃত করে পিটিশনারগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি, এম রাঠি অ্যান্ড কোং, এএবি/২, ১, রাজা রামমোহন রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৪১-এর কাছে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুইদিন আগে পিটিশনারগণের অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে জমা পড়ে। কোনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে চাইলে নিজস্ব হলফনামা সহ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে ওই নোটিসের সঙ্গে অবশ্যই সংলগ্ন করে দেবেন। প্রযোজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ করতে পারেন।
অনুমোদিত প্রতিনিধি
স্থান: কলকাতা স্বা/-
তারিখ: ১৩.০৭.২০২৪ এম রাঠি অ্যান্ড কোং
এএবি/২, ১, রাজা রামমোহন রায় রোড,
কলকাতা-৭০০০৪১

pnb Housing Finance Limited
পরিশিষ্ট-IV-A
স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নয়া দিল্লি-১১০০০১। ফোন: ০১১-২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
ব্রাঞ্চ অফিস: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'-তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'-তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'-তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী 'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)-এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী-সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯-এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি-র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/KOL/0519/696088 ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা অশোক সিং / সিকন্দর যাদব (জামিনদার)	₹ ১৬,৪২,৮৫০.০৮ ১৮.০৪.২০২২ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেসের কমন এরিয়া সমেত 'সাধনা অ্যাপার্টমেন্টস' নামক প্রস্তাবিত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের 'বি' ব্লকের ৪ নং ফ্লোরে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অন্তর্ভুক্ত করে সামান্য কমবেশি ৭৩৫ বর্গফুট মাপের ফ্ল্যাট নং ৪০১-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ৫ (পাঁচ) ডেসিমেল বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, যার হাল খতিয়ান নং ৩৮৮৩, হাল দাগ নং ৮৪৬, আর এস খতিয়ান নং ১৬৫, তৎসহ সামান্য কমবেশি ৩ (তিন) ডেসিমেল জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, যার হাল দাগ নং ৫২৪, হাল খতিয়ান নং ৩৮৮৩, আর এস খতিয়ান নং ৮০১, মোট জমি ৮ (আট) ডেসিমেল বা ৫ (পাঁচ) কাঠা ৭ (সাত) ছটাক ৪০ (চল্লিশ) বর্গফুটের সমতুল, এর অবস্থান: জে এল নং ৫, পরগনা ও মৌজা- ধাড়সা, হাওড়া পুরনিগমের ৪৭ নং ওয়ার্ড, থানা- জগাছা এবং এটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:: উত্তর- সুবলচন্দ্র দাসের জমি; দক্ষিণ- সরকারি রাস্তা; পূর্ব- সুকুমার সাহার জমি; পশ্চিম- সুবলচন্দ্র দাসের জমি।	₹ ১৬,৯৬,০০০.০০	₹ ১,৬৯,৬০০.০০	২৯.০৭.২০২৪	₹ ১০,০০০.০০	২০.০৭.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	৩০.০৭.২০২৪ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ২টো ৩০ মিনিট	জানা নেই

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং 'K'-তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
১. আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই।
২. নিজেদের দরপত্র/ বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপ্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং 'K'-তে উল্লিখিত মামলা/ জারিকৃত আদেশের প্রেক্ষিতে শুনানি স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এগুলি বাদেও তাঁরা পিএনবি এইচএফএল-এর জিম্মায় থাকা সম্পত্তির নথিপত্র ও স্বত্ব যাচাই করে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি ডাকদাতা(গণ)-কে এই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলিতেও স্বাক্ষর করতে হবে।
৩. অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(৩)-এর শর্তানুসারে ডাকদাতা(গণ)/ ক্রেতা নিলামের দিনেই বা সর্বাধিক পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (জমাকৃত ইএমডি ধরে, যদি থাকে) আদায় দিতে বাধ্য। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(২) অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পরে সফল ক্রেতার/ ডাকদাতার অনুকূলে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হতে পারে। ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক আদায় দিতে হবে বিক্রি নিষ্পত্তির চিঠি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে এবং এরূপে অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ পুনরায় বিক্রি করা হবে।
৪. ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি পরিচালনায় অনুমোদিত আধিকারিকের সহায়তায় থাকবে মেসার্স সি> ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, সেক্টর ৪৪, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা- ১২২০০৩, ওয়েবসাইট: www.bankeauctions.com। সম্পত্তি পরিদর্শন বা বিড ডকুমেন্ট সংক্রান্ত কোনও সহায়তার প্রয়োজনে এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আপনারা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: মিঃ ইন্দ্র সেন যাদব, যোগাযোগের টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০১২০৮৮০০, ই-মেল: auction@pnbhousing.com, পিএনবিএইচএফএল-এর অনুমোদিত ব্যক্তি অথবা, www.pnbhousing.com দেখতে পারেন।
স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১৪.০৭.২০২৪ অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

অসমে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯০

অসমে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের ২৪টি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও বন্যা কবলিত। ২ হাজার ৪০৬টি গ্রামের ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ এখনও বন্যার দুর্ভোগ সহ্য করছেন। ৩১৬টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ২ লক্ষ ৯৫ হাজার মানুষ। মানুষের পাশাপাশি বন্য জন্তুরাও বিপাকে পড়েছেন। এখনও পর্যন্ত ১০টি গন্ডার-সহ ১৮০টি বন্যপ্রাণী বন্যায় প্রাণ হারিয়েছে। বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে রাস্তাঘাটের।

ডাক্তার এস সি দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি তাদের নতুন পণ্য পেট্রোলিয়াম জেলি এবং আর্নিকা হেয়ার অয়েল উদ্বোধন করলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর চঞ্চল দেব ও ডিরেক্টর সীমা দেব। কলকাতায়, শনিবার। এদিন ২৫তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আগাম ঘোষণা করেন। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

বিশেষ ক্রোড়পত্র

কলকাতা, সল্টলেক, সেক্টর ফাইভে পার্কিং লট পরিচালনায় এ কে জেমস

ভাল কাজের প্রশংসা হোক

কল্যাণ ব্যানার্জি

চক্রান্ত করেই তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে একটি বিশেষ টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল। যার নেপথ্যে কোনও বড় মাথা রয়েছে বলেই তাঁদের ধারণা। কারণ, তাঁদের কাজে নেই কোনও গাফিলতি বা অন্যায় অথবা অনিয়ম। নিয়ম মেনে কলকাতা শহরের সাতটি পার্কিং লটে বরাত পেয়ে তাঁরা গত দশ বছর ধরে একযোগে পার্কিং লট পরিচালনায়। ব্যস্ত রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণে আসলে সহকারী ভূমিকায় তাঁরা। যা,পথচলতি মানুষের হিতেই। পার্কিং লট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজই তাঁদের। এমনই মতপ্রকাশ 'একে' জেমস নামক গাড়ি পার্কিং সংস্থার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা আমানত হোসেনের। এই কাজে তিনি একা নন, হাতে হাত মিলিয়ে তাঁর সঙ্গে কল্যাণ ভট্টাচার্যও। তাঁদের কথায়, হঠাৎ কী এমনই বা ঘটল বা ঘটানো হল, যে কায়দা করে ভুলভ্রান্তি খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের কার্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে, যা আইন মেনেই এবং রুলবুককে অনুসরণ করেই। আসলে, যেহেতু তাঁরা কলকাতা পুরনিগমের পার্কিং লটের টেন্ডারের দরপত্রে তুল্যমূল্য উচ্চ দর দিয়ে এইচ ১ স্থান হাসিল করে বরাত আদায় করেছিল, আর সেই থেকেই তাঁরা এই একই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা একটি বেসরকারি সংস্থার চক্ষুবিষ হয়ে ওঠে। শহরে পার্কিং লট হাসিল করার এই কাজে তাঁরা একাধিপত্য ভেঙে দিয়েছে যেহেতু, ফলে তাঁদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হচ্ছে পদে পদে। দরপত্রের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ায় সেই সংস্থাটি যেনতেন প্রকারে শোধ তুলতে তাঁদের হেনস্থা বা বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাতেই এই ছক নাকি। আর ছক ভাঙার এই খেলায় যে, তাঁরা টিকে থাকবেনই, সেই বিষয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত আমানত হোসেনরা। কলকাতার পাশাপাশি

আমানত হোসেন

তথ্যপ্রযুক্তির শিল্পতালুক সল্টলেক সেক্টর ফাইভের ইপি এবং জিপি ব্লকের পার্কিং লটও তাঁরাই সামলান, যা এনডিআইটিএ-এর অধীনে। পাশাপাশি হিডকো নিয়ন্ত্রণে থাকা আলিপুরের 'সম্পন্ন' মাল্টি লেভেল কার পার্কের পরিচালনা তাঁদেরই, সঙ্গে বিধাননগর পুরনিগমের আওতায় সল্টলেকের বেশ কিছু পার্কিং লটও তাঁরাই চালান। কেএমডিএ-এর অধীনে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের পার্কিং লটটাও তাঁদেরই পরিচালনায়, এমনই জানালেন আমানতবাবুরা। বললেন, সব মিলিয়ে প্রতি বছরে তাঁরা পার্কিং লট পরিচালনা করে সরকারি সংস্থাগুলিতে তিন কোটি টাকার ওপর জমা করেন ফি বাবদ আর যা না বললেই নয়, সেটা হল যে, তাঁরা পঞ্চাশের ওপর কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করেছেন ইতিমধ্যেই। যার দরুন প্রায় ২০০ মানুষের পেট চলে। কোথায় কোনও ঝুট-ঝামেলা নেই, অথচ কলকাতাতেই মিথ্যা খবর রটাতে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁদেরকে বাড়তি গুরত্ব দিতেই চাইছেন না আমানতবাবুরা। কাজই কথা বলবে, অপপ্রচার বেশি দিন টিকবে না, এই বিশ্বাসই তাঁদের। সম্মিলিত ভাবে জানালেন, কলকাতার একাধিক জায়গাতে কাজই করতে পারছেন না তাঁরা ঠিক মতো, অথচ নিয়মিত টাকা দিয়ে চলেছেন কলকাতা পুরনিগমকে, এক টাকাও বাকি রাখেননি আজ অবধি। যেমন শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে একটি হাসপাতালের সামনে এক ডজনের ওপর অ্যাম্বুল্যান্স জড়ো হয়ে থাকায়, তাঁরা গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা দিতেই পারেন না বেশিরভাগ সময়, তেমনই মধ্য কলকাতার হসপিটাল রোডে বেআইনি ভাবে লাইন দিয়ে টেম্পো দাঁড়িয়ে থাকার কারণে, তাঁরা কার পার্কিং দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই অপারগ। বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে এর জন্য। পুরনিগম আর পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এত সব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা জনহিতে এই পার্কিং লট পরিচালনার কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী, যেহেতু এটি এতটাই চ্যালেঞ্জিং যে, তাঁরা এই কাজ করে দিনের শেষে গর্ব অনুভব করেন। চান শুধু একটু প্রশংসা মাত্র, যা তাঁদেরকে নতুন করে উৎসাহ জোগাবে এবং উজ্জীবিত করবে।

হাতে হাতে পিওএস মেশিন।

নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্যোগে

সফলভাবে হল খুঁটিপুজো

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে শূদ্রকের লেখা 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের নায়ক চারুদত্তের ছেলে রোহসেন ও তাঁর মৃচ্ছকটিক বা ছোট্ট মাটির খেলনা গাড়িকে ঘিরে যে বাৎসল্য-রস প্রকাশিত হয়েছিল তাকে মাথায় রেখে আমাদের এই বছরের উপস্থাপনা 'মৃচ্ছকটিক', এমনই মতপ্রকাশ নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত করের। তাঁর কথায়, যেহেতু একটি বাচ্চার কাছে সামান্য মাটির খেলনা সোনাদানার চেয়ে অনেক বেশি দামি, তাই শিশুমনের এই সরলতা ও অল্পসন্তুষ্টিকে পাথেয় করে আমরাও খুব সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে মণ্ডপ-নির্মাণ করার চেষ্টা করব এবং নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব, ২০২৪-এর প্রধান আকর্ষণই হল বাৎসল্য- রস। এই বছরে নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের বয়েস সবে তিন। এরই মধ্যে কলকাতা তথা রাজ্যের দুর্গোৎসবপ্রেমী মানুষের মাঝে সাড়া ফেলেছে নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পুজো। সকলের উৎসুক নজর এখন নিউ টাউন সিটি স্কোয়্যারের এই পুজোর দিকে। গতকাল শুভলগ্নে খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে তারই শুভসূচনা হয়ে গেল। যা ছিল শনিবার, ১৩ জুলাই। অসংখ্য নিউ টাউনবাসী তো বটেই, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের উদ্দীপনাও ছিল লক্ষণীয়। তিন বছরে এসে নিউ টাউন সর্বজনীনের দ্বার সারা বিশ্বের কাছে খুলে গেল তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। দিনটি ছিল সেটিরও সূচনার। প্রাক্তন আইপিএস ও সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা বাণীব্রত বসু সেই উপলক্ষে কামনা করলেন তৃতীয় বছরের অসীম সাফল্যের। এছাড়াও নিউ টাউন সর্বজনীনের রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, ছোট ছেলেমেয়েদের নতুন